সমকাল
তারিখ 08 DEC 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

পাঠ্যবই সরবরাহ নিয়ে শঙ্কা নেই

■ সাব্বির নেওয়াজ

আগামী ১ জানুয়ারির মধ্যে দেশের সাড়ে তিন কোটি স্কুল শিক্ষার্থীর মাঝে বিনামূল্যের পাঠ্যবই সরবরাহ করা নিয়ে সরকারের দুশ্চিন্তা অবশেষে কেটে গেছে। উপজেলা পর্যায়ে মোট পাঠ্যবইয়ের ৮০ শতাংশ পৌঁছে যাওয়ার কারণে সরকার চিন্তামুক্ত হতে পেরেছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জানা গেছে। এ বছর পাঠ্যবই ছাপা হচ্ছে ৩০ কোটি। এরই মধ্যে ছাপা হয়ে উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে ২৪ কোটি। মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, প্রতি বছর মোট মুদ্রিত পাঠ্যবইয়ের ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। বাকি ১০ শতাংশ বই 'আপৎকালীন মজুদ' (বাফার স্টক) হিসেবে সরকারের হাতে রাখা হয়।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের চারদিন আগে ১ জানুয়ারি সারাদেশে 'পাঠ্যপুস্তক উৎসব' হবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কর্মকর্তারা সমকালকে বলেছেন, টানা ৭২ ঘণ্টা হরতাল-অবরোধ মুক্ত থাকলে বাকি ১০ শতাংশ পাঠ্যবইও দেশের সব জেলা-উপজেলায় পৌঁছানো নিশ্চিত করা যাবে। তারা বলেন, সাপ্তাহিক ছুটি ও বিজয় দিবসের কারণে চলতি মাসের ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ তারিখ বিরোধী দলের হরতাল-অবরোধ থেকে দেশ মুক্ত থাকবে- এমনটাই আশা করা হচ্ছে। অবরোধের জন্য গত ১২ দিন ধরে জেলা-উপজেলায় বই সরবরাহ বন্ধ থাকলেও বই না পৌঁছানো নিয়ে কোনো উদ্বেগ নেই এনসিটিবির।

চলমান হরতাল-অবরোধ-সহিংসতার কারণে আগামী ১ জানুয়ারি সারাদেশে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই পৌঁছানো সম্ভব কি-না জানতে চাইলে এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক শফিকুর রহমান গতকাল শনিবার সমকালকে বলেন, অন্যান্য বছরের চেয়ে এ বছর পাঠ্যপুস্তক অনেক আগেই ছাপানো হয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক সহিংসতার মধ্যেও ৮০ শতাংশের বেশি পাঠ্যবই জেলা-উপজেলায় পৌঁছে গেছে।

এনসিটিবির বিতরণ শাখার তথ্য অনুযায়ী, গত শুক্রবার মাত্র একদিন সারাদেশ অবরোধমুক্ত থাকায় পাঠ্যবই ভর্তি ৪৭টি ট্রাক দেশের বিভিন্ন জেলায় পাঠানো গেছে। প্রতি ট্রাকে প্রায় ৮০ হাজার করে একদিনে বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় পৌঁছেছে ৩৭ লাখের বেশি বই। বই বিতরণ শাখার কর্মকর্তা মোশতাক আহমেদ ভূঁইয়া ■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৮

পাঠ্যবই সরবরাহ

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

বলেন, হরতাল-অবরোধ-সহিংসতার কারণে ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে সব জেলা-উপজেলায় বই পাঠানোর যে অনিশ্চয়তা ছিল, তা কেটে গেছে।

অন্যদিকে, পাঠ্যবই সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি এসএস প্রিন্টার্সের স্বত্বাধিকারী মো. শামসুল হক শাহীন বলেন, হরতাল-অবরোধের কারণে তারা লোকসান গুনছেন। এনসিটিবির সঙ্গে চুক্তি অনুসারে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে বই ছেপে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব ছাপাখানা মালিকদের। হরতাল-অবরোধের জন্য চার-পাঁচগুণ অতিরিক্ত ট্রাক ভাড়া দিয়ে পৌঁছাতে হচ্ছে বই।